১৩-০৯-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার দ্বারা তোমাদের রাইট পথ অর্থাত্ সঠিক রাস্তা দেখানো হয়েছে, এইজন্য কোনরকম ভুল কর্ম বা বিকর্ম কোরোনা"

প্রশ্নঃ - এই সময় মানুষ যা সঙ্কল্প করে সেটাই পাপযুক্ত (বিকল্প) হয়ে যায়, কেন ?

উত্তরঃ - কারণ তাদের বুদ্ধিতে কোনটা রাইট আর কোনটা রং (ঠিকভুলের) সেটা বুঝতে পারেনা । মায়া তাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণরূপে তালা লাগিয়ে দিয়েছে । বাবা যতক্ষণ না এসে প্রকৃত পরিচয় দেন ততক্ষণ তাদের সব সঙ্কল্প পাপযোগ হয়ে যায় । মায়ার রাজ্যে যদিও তারা ভগবানকে স্মরণের সঙ্কল্প করে, তবুও তাদের সঙ্কল্প রং অর্থাত্ ভুল হয়ে যায়, ভগবানের পরিচয় যথার্থভাবে না জানার জন্য । এই সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো বুঝতে হবে ।

গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায় .....

ওম্ শান্তি ! মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা গীত শুনেছে । গীতের যথার্থ অর্থ তোমাদের বুদ্ধিতে এসে গেছে । যারা এই গীত গাইছে তারা জানেনা এর অর্থ কি ! এর প্র্যাকটিক্যাল অর্থ তোমরা জানো এবং বাবা, যিনি সহায় হয়ে তোমাদের সমুখে আছেন, তাঁর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে পুরুষার্থও তোমরা করছ । তিনি তখনই সহায় হন, যখন অনেক দুঃখের উপস্থিতি হয় । তোমরা বাচ্চারা জানো, তিনি মানুষ মাত্রেরই গুপ্ত সহায়ক অর্থাত্ যারা এখন এই পুরানো দুনিয়ায় আছে তাদের সকলের তিনি সহায় । অনেক প্রজাতি যেমন আছে, অনেক রকমের জানোয়ারও আছে । সত্যযুগে কোনও অশুদ্ধ জিনিস বা অশুচি জানোয়ার ইত্যাদি হবেনা । এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত । বিত্তবান মানুষের কাছে নিশ্চয়ই উচ্চমানের ঘরবাড়ি এবং ফার্নিচার ইত্যাদি থাকবে । গরীবের কাছে কি হবে, তা' তোমরা বুঝতে পারো । বর্তমানে, সমগ্র পুরানো দুনিয়া রাবণরাজ্য এবং পোকামাকড়, সর্প, অন্যান্য সরীসৃপ ইত্যাদি ক্ষতি করে । মানুষ যেমন তমোপ্রধান হয়ে যায়, তেমন তাদের জিনিষপাতিও তমোপ্রধান হয়ে যায় । যদিও মানুষ চল্লিশ তলা উঁচু মহল বানায়, তবুও স্বর্গের তুলনায় সেইগুলো কিছুই না । যা কিছু তৈরি হচ্ছে সেইসবই ধ্বংস হতে হবে । তোমরা বাচ্চারা জানো, বাবা এসেছেন । একদম প্রথমে বাবা আত্মা এবং পরমাত্মার প্রভেদ বোঝান । মানুষ না জানে আত্মাকে আর না জানে পরমাত্মাকে । তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছ, আত্মা - পরমাত্মার রূপ কি ! তারা মন্দিরে মন্দিরে পূজা করে । বেনারসে অনেক বড় শিবলিঙ্গ আছে যেখানে সবাই পূজা করে । এমনকি তারা বলেও, আত্মা স্টার, ভ্রুকুটির মাঝে বিরাজমান । ভ্রুকুটির মাঝে যদি বড় জিনিস কিছু থাকতো তবে তো টিউমার হয়ে যেতো । এই বিষয়গুলো বুঝতে হবে । পরমাত্মাও স্টার, কিন্তু তোমরা ভুলে যাও । শিববাবাকে যখন স্মরণ করো, তোমাদের বুদ্ধিতে আসা উচিত্ যে বাবা স্টার এবং সারা জ্ঞান তাঁর মধ্যে আছে । তিনি সৎ এবং চৈতন্য । তাঁর মধ্যে বুদ্ধিও আছে । মন এবং বুদ্ধি দুটোই আলাদা জিনিস । মনের মধ্যে তুফান ছোটে । সত্যযুগে কোনও তুফান ইত্যাদি আসেনা । এখানে মানুষের সাধারণ আর পাপজনক সঙ্কল্প চলে । এই সময় মানুষ যাকিছু সঙ্কল্প করে তাই পাপযোগ হয়ে যায় । এই বিষয়গুলো খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে । শান্তিধাম এবং সুখধামকে স্মরণ করা খুব সহজ । সূক্ষ্ম এই বিষয়গুলো তোমাদের বোঝানো হয়েছে । আত্মা কত সূক্ষ্ম, যে সত্য এবং চৈতন্য । যখন কোনও আত্মা গর্ভে প্রবেশ করে, তখনই নড়তে শুরু করে । বাস্তবে পাঁচ তত্বও চৈতন্য, যার কারণে জিনিসগুলো বাড়তে পারে । যতই হোক,

সেইসবের মন-বুদ্ধি নেই এবং সংকল্প ইত্যাদিরও কোনও প্রশ্ন নেই । গর্ভে দেহ বাড়তে থাকে । ঝাড় যেমন বাড়তে থাকে তেমন দেহও বাড়তে থাকে, কিন্তু এর মধ্যে জ্ঞান নেই । জ্ঞান আর ভক্তি মানুষের জন্য । আত্মাই ভক্তি করে আবার আত্মাই জ্ঞান শোনে । আত্মাতে মন-বুদ্ধি আছে, আর আছে শুভ- অশুভ সঙ্কল্প, যা প্রথমে মনে উত্পন্ন হয় তারপরে বুদ্ধি সিদ্ধান্ত নেয় সেই সঙ্কল্প পালন করবে কি করবেনা । যতক্ষণ না বাবা আসেন ততক্ষণ আত্মা যে সঙ্কল্প করে তা' পাপযোগ (বিকল্প) হয়ে যায় । যদিও তারা ভগবানকে স্মরণ করে, কিন্তু একমাত্র তোমরাই বুঝতে পারো তাদের স্মরণ কোথায় রাইট বা রং । আলোকতত্ব ভগবান নয় । ঈশ্বরকে স্মরণ করার সঙ্কল্প মানুষ করে এবং তাদের বুদ্ধিও বলে যে সেটা রাইট, কিন্তু মায়ারাজ্য হওয়ায় বুদ্ধির তালা বন্ধ । মানুষ যে ভক্তি করে সেটা রং । তারা কৃষ্ণকে ভক্তি করে, কিন্তু সঠিকভাবে তাঁকে চিনতে পারেনা । তারা যাকিছু করে সেটা আনরাইটিয়াস অর্থাত্ বিধিপূর্বক করেনা । এখন বাবা দ্বারা বুদ্ধির আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়েছে । রং কর্ম করতে তোমাদের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে । কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা বিকর্ম করা নিষেধ । বুদ্ধি বলে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন । বুদ্ধি এখন রাইট পথ খুঁজে পেয়েছে । তোমরা এখন সব বিষয়ের প্রকৃত বোধশক্তি লাভ করেছ । আগে যা কিছু করতে, রং করতে । তোমরা যে ভক্তি করেছ সেটাও বিধিসম্মত (আনরাইটিয়াস ছিলনা । শিবের ভক্তিতে তারা বড় লিঙ্গ বানায়, কিন্তু শিববাবার আকার তো অত বড়ই নয় । এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে, তোমরা বুঝতে পারো সেই সবকিছু আনরাইটিয়াস । এই দুনিয়া মিথ্যা । সত্যযুগ সত্য দুনিয়া । এটার স্থাপনা কে করেছেন ? একমাত্র, এক বাবাকেই ট্রুথ বলা যায় । তিনি তোমাদের সবকিছু সত্য বলেন । তিনি সত্য বলেন এবং সত্যখণ্ড স্থাপন করেন । এই বিষয় অতি গভীর; বিশদভাবে এর বর্ণনা কেউ বুঝতে পারেনা ।

তোমাদের অনেক গভীরে যেতে হবে ! বাবা বলেন, যদি তোমরা এই সকল বিষয় ধারণ করতে অসমর্থ হও, শুধুমাত্র বাবাকে এবং উত্তরাধিকার স্মরণ করো আর দুঃখধামকে ভুলে যাও । মানুষ যখন নতুন বাড়ী বানায় তখন তাঁর বুদ্ধিযোগ পুরানো বাড়ী থেকে সরে নতুনের সাথে জুড়ে যায় । তারা বুঝতে পারে পুরানো বাড়ী তো চূর্ণ হয়েই যাবে । এইসব ব্যাপার বেহদের । তোমাদের দেহসমেত সবকিছু ছাড়তে হবে । এই দেহ তো তোমার সাথে যাবেনা ! একমাত্র আত্মাই বাবার কাছে ফিরে যাবে । বাবা বলেন, আমি যেমন -যেরকম, সেইভাবে আমাকে স্মরণ করো এবং তোমাদের অর্থাত্ সব আত্মার মধ্যে কিভাবে তার পার্ট লিপিবদ্ধ হয়েছে ! চুরাশি জন্মের পার্ট এত ছোট আত্মার মধ্যে লিখিত আছে ! চুরাশি লাখ জন্মের পার্ট তো অসম্ভব । বাবা এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলেছেন ব'লে বুঝেছ যে সেইসব রং । কত ছোট আত্মায় তার চুরাশি জন্মের পার্ট লিপিবদ্ধ আছে, বাবা সেটাকে রাইট বলেন । বাবা বাচ্চাদের সাথেই কথা বলেন । তিনি নলেজফুল । তারা বলে, অমুক-অমুকে আই.সী.এস পড়েছে । আত্মাই পড়ে তার অরগ্যান্স দ্বারা । যদিও কেউ কেউ ধনবান বা গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তিত্ব হয় তবুও সে অসুস্থ হতে পারে, তাই না ! এইরকম নয় যে গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তি হলে আয়ুও বড় হবে । প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি যত পাপ করে, গরীব তত করেনা । এই দুনিয়ায় শুধু পাপই পাপ ! এটা পাপ আত্মাদের দুনিয়া । তাদের করা সবকিছুই পাপ । তারা যে ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, সেও তো পতিতকেই খাওয়ানো হয়, তাই না ! পতিতকে খাওয়ানোতে কোনও পুণ্য হয়না । এখন রিয়ালিটিতে অর্থাত্ কার্যতঃ তোমরা পবিত্র হচ্ছ । সন্ন্যাসী যদিও পবিত্র তবুও তারা পবিত্র দুনিয়ায় যেতে পারেনা এবং পতিত দুনিয়াতেই তাদের পুনর্জন্ম নিতে হবে; সেক্ষেত্রে তোমরা পতিত দুনিয়ায় জন্ম নাও না । তারা ভাবে দুনিয়ার আয়ু অনেক বড় । যতক্ষণ না বিনাশ হচ্ছে ততক্ষণ তো পুনর্জন্ম নিতেই হবে, কেউ এর থেকে নিস্তার পেতে পারেনা । এটা তোমাদের শেষ

জন্ম । তোমরা জানো যে তোমরা পবিত্র দুনিয়ায় যাচ্ছ । বাবা বসে বোঝান, বাচ্চারা, তোমরা পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গে থাকাকালীন দেবতা ছিলে, তারপর ক্রমাগত পুনর্জন্ম নিয়েই আসছ । তোমরা তোমাদের পূর্ব জন্ম জাননা । এটা কোনও একজনকে পড়ানো হয়না, অনেকে পড়ে । বাবা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের সাথেই কথা বলেন । শূদ্র এই সমস্ত বিষয় বুঝবে না । প্রথমে সাতদিন এই সবকিছু তাদের বুঝিয়ে দাও, তবে তারা বুঝবে যে তারা শিববংশী, ব্রহ্মাকুমার-কুমারী । এই পড়া থেকে তোমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হও । এরা ব্রহ্মামুখ বংশাবলী, সবাই ব্রহ্মাবাবার সন্তান । তাঁকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়ে থাকে । ব্রহ্মাকে সর্বদা অতি বৃদ্ধ দেখানো হয় । যেমন খৃষ্ট, খৃষ্টানেরাও বারবার পুনর্জন্ম নিয়ে আসছে । গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড খৃষ্ট । কিন্তু শিববাবা তো নিরাকার । তোমরা তাঁকে শুধু বাবা বলো । তিনি নিরাকার এবং তাঁকে গড ফাদার বলা হয় । তাঁর কোনও ফাদার বা গুরু নেই, কারণ তিনিই সদ্গুরু । তাহলে, অন্য যে গুরুরা রয়েছে তারা কে ? তারা শরীরি তীর্থযাত্রায় যায় সেক্ষেত্রে আমরা রুহানী যাত্রা করি । এখানে কারও মৃত্যু হলে বলে, সে স্বর্গে চলে গেছে । কিন্তু এটা মিথ্যা কারণ তারা এখানেই ফিরে আসে । কেউ কেউ বলে অমুকে অক্ষয় জ্যোতিতে বিলীন হয়ে গেছে । আচ্ছা, বড় বড় সাধু- সন্তের মৃত্যু হলে যদি তারা অক্ষয় জ্যোতিতে বিলীন হয়ে যায়, তবে তোমরা কেন তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করো ? এটা তো খুব ভালো হবে, যদি জ্যোতি অক্ষয় জ্যোতিতে মিশে যায় ! কিন্তু তাদের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে মৃত্যুবার্ষিকী পালন, ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে ভোজন করানো, এইসব তো তবে মিথ্যা, তাই না ! যে বৈকুন্ঠবাসী হয়েছে তাকে নরকের ভোজন খাওয়াচ্ছ ! একেই বলা হয়ে থাকে আনরাইটিয়াস অর্থাত্ বিধিসম্মত নয় । তারা যা করে ভুল করে ।

মানুষের বুদ্ধি একদম তালাবন্ধ হয়ে গেছে । বাবা বলেন, আমি এসে তালা খুলি, কিন্তু মায়া এসে আবার তালা বন্ধ করে দেয় । তারা বলে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী । তারা মনে করে, এই জ্ঞান পরম্পরা ধরে চলে আসছে । বেচারাদের কোন কিছুই জানা নেই । জ্ঞান আর ভক্তি, ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত্রি, দুটোই ইক্যুয়াল (এক সমান) হওয়া উচিত্, তাই না ! এইসব ব্যাপার বেহদের । বাবা এসে সবকিছু বুঝিয়ে দেন । বাবাকে জ্ঞান রত্নের সাগর বলা হয় । এক-এক রত্নের মূল্য লাখ লাখ টাকা । বাবা বাচ্চাদের বোঝান, এতো কালকের ঘটনা । তোমাদের সব বুঝিয়ে রাজ্যভাগ্য দিয়ে গেছিলাম । তোমরা রাজত্ব করেছিলে তারপর খুইয়ে ফেলেছ । কাল তোমাদের রাজ্য ছিলো, কিন্তু আজ নেই । অতএব, আবারও একবার তোমাদের নিতে হবে । এটা আজ এবং আগামীকালের কথা । কাল ভারত স্বর্গ ছিলো । শিব জয়ন্তী ভারতে পালিত হয়, শিববাবা নিশ্চয়ই এসে থাকবেন । তিনি আবারও এসেছেন । তিনি তোমাদের রাজ্যভাগ্য দেন । এখন তোমরা কড়ি থেকে হীরায় পরিণত হচ্ছ । তোমরা অ্যাক্টররা বেহদ ড্রামার আদি-মধ্য -অন্ত জেনেছ অর্থাত্ ত্রিকালদর্শী হয়েছ । বাবা বলেন, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা আমাকে অর্থাত্ তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো । আমাকে ভুলোনা । আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছি । তোমাদের যে নরকের মালিক বানায় তাকে তোমরা ভোলনা, আর আমাকে অর্থাত্ তোমাদের বাবাকে ভুলে যাও ! মায়া অবশ্যই তোমাদের ভুলিয়ে দেবে । যেমনই হোক, তোমরা স্মরণে থাকার চেষ্টা করো । আত্মাকে বাবা জ্ঞান দেন । আত্মার কাজ বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়া । তোমাদের দেহ-অভিমান ছাড়তে হবে । বাচ্চারা, একমাত্র এক বাবাই তোমাদের পুরুষার্থ করান । এটা পাঠশালা, দর্শন করার কোনো ব্যাপার নেই । তোমাদের প্রিন্সিপালের দর্শন করতে হয় ? এই সবকিছুই বোঝার বিষয় । এটা রাজযোগ পাঠশালা, এখানে এসে বোঝো । প্রথমে তাদের এক বাবার পরিচয় দিতে হবে । যতক্ষণ না তারা এই বিষয়ে বুঝছে ততক্ষন আর এগিও না । তাদের বাবার পরিচয় দেওয়ার পরে তাদের দিয়ে এটা লিখিয়ে নেওয়া উচিত্ । একবার যদি এই নিশ্চয়

হয়ে যায় যে, শিববাবার থেকে তাদের বেহদের উত্তরাধিকার লাভ হয়, তবে এমন বাবার সাথে মিলিত না হয়ে থাকতে পারবেনা । বলা হয় ত্রিমূর্তি শিব । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরকে শিব রচনা করেছেন । ব্রহ্মাকে অবশ্যই প্রজাপিতা বলা হবে । বিষ্ণু বা শংকরকে বলা হবেনা । প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা হয় । জগৎপিতা আর জগদম্বা পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হন । তাঁদের সন্তানরা তাঁদের উত্তরাধিকার হয় । অতএব, ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলার কোনও অর্থই হয়না । বাবা এঁনার (ব্রহ্মার) মধ্যে প্রবেশ করেছেন । বাবা এঁনার আত্মাকে পবিত্র বানান । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) বাবা বুদ্ধির তালা খুলেছেন, এইজন্য তোমাদের কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনও রং কর্ম কোরোনা । খেয়াল রাখো যেন কোনও সঙ্কল্প পাপযুক্ত না হয় ।

২) এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । এইজন্য এই দেহকেও ভুলে যেতে হবে । দুঃখধাম থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণ করতে হবে ।

বরদানঃ- সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা অশুভকে শুভতে পরিবর্তনকারী শুভ ভাবনা সম্পন্ন ভব

যেমন সায়েন্সের সাধনের দ্বারা খারাপ জিনিসও পরিবর্তিত হয়ে ভালো জিনিস হতে পারে । এইভাবে তুমিও সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা যেকোনও খারাপ পরিস্থিতিকে বা খারাপ সম্বন্ধকে ভালোত্বে পরিবর্তন করো । এমন শুভ ভাবনাসম্পন্ন হয়ে যাও যে তোমার শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প দ্বারা অন্য আত্মারাও খারাপকে পরিবর্তন ক'রে ভালোত্বকে ধারণ করতে পারে । নলেজ ফুলের হিসাবে রাইট আর রং এই দুটো জিনিসকে জানা আলাদা ব্যাপার । কিন্তু নিজের মধ্যে কোনও খারাপ কিছু খারাপ রূপে ধারণ করা ভুল । এইজন্য যখন তুমি খারাপ কিছু দেখবে বা খারাপ কিছু জানবে, সেইসব কিছুকে ভালোত্বে পরিবর্তন করো ।

স্লোগানঃ- সহনশীলতার গুণ ধারণ করতে পারলে কঠোর সংস্কারও শীতল হয়ে যাবে ।